নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার পশ্চিমগাঁও গ্রামে জন্ম নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরীর। পিতা আহম্মেদ আলী চৌধুরী ছিলেন কুমিল্লার হোসনাবাদ পরগনার জমিদার । মাতা আরফান্নেসাও ছিলেন একজন জমিদার-কন্যা। ফয়জুন্নেসা চৌধুরী উর্দু, আরবি, ফারসি, পরে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা নেন। বাংলার এই মহৎপ্রাণ নারীর সামাজিক অবদান, সৃষ্টিশীলতা এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ রেখেই এই কলেজের একটি হাউসের নামকরণ করা হয়েছে "নওয়াব ফয়জুন্নেসা হাউস"। সারা বছরজুড়েই হাউসের নানান রকম সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চলতে থাকে; যা শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালে প্রথম শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজের ছাত্রীদের ৪টি হাউসে বিভক্ত করা হয় এবং ৪ জন মহীয়সী নারীর নামে ৪টি হাউসের নামকরণ করা হয়।

অত্যন্ত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সাথে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী ৪৫ বছর জমিদারি পরিচালনা করেছেন; দাতব্য চিকিৎসালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন; দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন; বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আঠারো শতকের ঔপনিবেশিক শাসনামলে তিনি নারীশিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর এই অবদানে মুগ্ধ হয়ে ব্রিটিশ মহারানি তাঁকে 'নওয়াব'-উপাধিতে ভূষিত করেন। ইংরেজ শাসনামলে তিনিই একমাত্র নারী যিনি এই 'নওয়াব'-উপাধি পেয়েছেন। মানবদরদি, শিক্ষানুরাগী এই মহানুভব নারী ১৯০৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেছেন। শিক্ষার্থীরা তার এই অসামান্য অবদানের কথা জেনে তাঁদের চেতনা, জ্ঞান ও হৃদয়কে প্রসারিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে; সেই সাথে নিজেদের শিক্ষাদীক্ষায় আলোকিত করার প্রয়াস পাবে ।